

বাংলাদেশ



গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

রবিবার, মে ২৫, ২০০৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

আইন, বিচার ও সংসদ বিষয়ক মন্ত্রণালয়

বিজ্ঞপ্তি

তারিখ, ১১ জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫ বঙ্গাব্দ/২৫ মে ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ

নং ২১(মুঃপ্রঃ)।—গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের রাষ্ট্রপতি কর্তৃক ০৭ জ্যৈষ্ঠ, ১৪১৫ বঙ্গাব্দ মোতাবেক ২১ মে, ২০০৮ খ্রিস্টাব্দ তারিখে প্রণীত নিম্নে উল্লেখিত অধ্যাদেশটি এতদ্বারা জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে প্রকাশ করা হইল।

২০০৮ সনের ২১ নং অধ্যাদেশ

আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং আদালত অবমাননার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি যথাযথভাবে নির্ধারণকল্পে বিধান করিবার জন্য প্রণীত

অধ্যাদেশ

যেহেতু আদালত অবমাননার সংজ্ঞা নির্ধারণ এবং আদালত অবমাননার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতা ও কার্যপদ্ধতি যথাযথভাবে নির্ধারণকল্পে বিধান করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়; এবং

যেহেতু সংসদ ভাঙ্গিয়া যাওয়া অবস্থায় রহিয়াছে এবং রাষ্ট্রপতির নিকট ইহা সন্তোষজনকভাবে প্রতীয়মান হইয়াছে যে, আশু ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রয়োজনীয় পরিস্থিতি বিদ্যমান রহিয়াছে;

(২৯৬৩)

মূল্য : টাকা ৬.০০

সেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ৯৩(১) এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে রাষ্ট্রপতি নিম্নরূপ অধ্যাদেশ প্রণয়ন ও জারী করিলেন ঃ—

১। সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন।—(১) এই অধ্যাদেশ আদালত অবমাননা অধ্যাদেশ, ২০০৮ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

(৩) সমগ্র বাংলাদেশে ইহার প্রয়োগ হইবে।

২। সংজ্ঞা।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই অধ্যাদেশে—

(ক) “অধঃস্তন আদালত” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের অধঃস্তন যে কোন আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল;

(খ) “আদালত” অর্থ সুপ্রীম কোর্টসহ যে কোন আদালত এবং ট্রাইব্যুনাল;

(গ) “আদালত অবমাননা” অর্থ কোন ব্যক্তি কর্তৃক ইচ্ছাকৃতভাবে এমন কোন কার্য করা, অথবা লিখিত বা মৌখিকভাবে বা আকার-ইঙ্গিতে বা দৃশ্যমান কোন মাধ্যমে এমন কিছু প্রকাশ করা, যাহার দ্বারা—

(অ) চলমান বিচারিক কার্যধারায় উক্ত কার্যধারার সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রদত্ত আদালতের কোন রায়, ডিক্রি, নির্দেশ, আদেশ, রীট বা পরওয়ানাকে অমান্য করা হয়;

(আ) বিচারক হিসাবে দায়িত্ব পালনের পর্যায়ভুক্ত কোন বিষয়ে সংশ্লিষ্ট বিচারকের বিরুদ্ধে কুৎসা রটনা করা হয়; অথবা

(ই) চলমান বিচারিক কার্যধারার স্বাভাবিক গতিধারাকে বাধাগ্রস্ত করা হয়।

(ঘ) “আপীল বিভাগ” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের আপীল বিভাগ;

(ঙ) “চলমান বিচারিক কার্যধারা” অর্থ আদালতে রুজুকৃত এমন কোন আইনগত কার্যধারা যাহা অনিষ্পন্ন রহিয়াছে বা যাহার বিরুদ্ধে আইন মোতাবেক দায়েরকৃত আপীল, রিভিশন কিংবা রিভিউ চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তি হয় নাই কিংবা যাহার বিরুদ্ধে উক্তরূপ কার্যধারা গ্রহণের জন্য আইন দ্বারা নির্ধারিত সময়-সীমা অতিক্রান্ত হয় নাই; এবং উহা হইতে উদ্ভূত জারী কার্যক্রমও অনুরূপ কার্যধারার অংশ গণ্য হইবে;

(চ) “প্রজাতন্ত্রের কর্ম” অর্থ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত প্রজাতন্ত্রের কর্ম;

(ছ) “হাইকোর্ট বিভাগ” অর্থ সুপ্রীম কোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ।

৩। কতিপয় কার্য আদালত অবমাননা না হওয়া।—(১) ধারা ২-এর দফা (গ) এ আদালত অবমাননাকে যেভাবেই সংজ্ঞায়িত করা হউক না কেন, নিম্নবর্ণিত কার্যসমূহ আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইবে না, যথা ঃ—

(ক) আদালতের স্বাভাবিক কার্যধারা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ তথ্য, মন্তব্য বা সংবাদ প্রকাশ;

- (খ) কোন ব্যক্তি কর্তৃক কোন বিচারকের বিরুদ্ধে শৃঙ্খলামূলক কার্যধারা সূচিত করিবার জন্য সরকার, আদালত বা উপযুক্ত কোন কর্তৃপক্ষের নিকট পেশকৃত কোন দরখাস্তে সরল বিশ্বাসে ও সংযত ভাষায় প্রদত্ত কোন বক্তব্য;
- (গ) বিচার কার্যের সহিত সম্পৃক্ত নয় এমন বিষয়ে কোন বিচারকের ব্যক্তিগত আচরণ সম্পর্কে তথ্য, মন্তব্য বা সংবাদ প্রকাশ;
- (ঘ) আদালতের কোন রায় বা আদেশের বিরুদ্ধে কোন আপীল অনিষ্পন্ন থাকিলেও উক্ত রায় বা আদেশের গঠনমূলক সমালোচনা;
- (ঙ) চূড়ান্তভাবে নিষ্পত্তিকৃত কোন মামলার রায়ের গঠনমূলক সমালোচনা;
- (চ) আদালতের চলমান বিচারিক কার্যধারা সম্পর্কে বস্তুনিষ্ঠ কোন তথ্য, মন্তব্য বা সংবাদ প্রকাশ;
- (ছ) বিচারিক কোন কার্য বা দায়িত্ব পালন সংশ্লেষে দুর্নীতি, অনিয়ম, অজ্ঞতা বা অদক্ষতা বিষয়ে বস্তুনিষ্ঠ কোন তথ্য, মন্তব্য বা সংবাদ জনস্বার্থে প্রকাশ;
- (জ) আদালত বা বিচারক সংশ্লেষে জনগুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ে কোন তথ্য, মন্তব্য, সংবাদ বা প্রতিবেদন জনস্বার্থে প্রকাশ।

(২) কোন বিচারক যদি এমন কোন সুবিধা দাবী করেন যাহা তিনি আইনত প্রাপ্য নহেন এবং কোন ব্যক্তি যদি উক্তরূপ সুবিধা কোন বিচারক-কে প্রদান না করেন অথবা প্রদান করিতে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করেন তাহা হইলে উক্ত কারণে উক্ত ব্যক্তির বিরুদ্ধে কোন আদালত অবমাননার অভিযোগ উত্থাপন বা কার্যধারা রুজু করা যাইবে না।

(৩) বিদ্যমান আইন, বিধি বা অন্য কোন বাস্তব কারণে আদালতের কোন রায়, আদেশ বা নির্দেশ প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির পক্ষে যথাযথ প্রচেষ্টা স্বত্বেও বাস্তবায়ন বা প্রতিপালন করা অসম্ভব হইলে, অনুরূপ কারণে বাস্তবায়ন বা প্রতিপালন করিতে ব্যর্থতার কারণে তাহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উত্থাপন বা কার্যধারা রুজু করা যাইবে না বা, ক্ষেত্রমত, রুজুকৃত বা চলমান আদালত অবমাননার কার্যধারা বাতিল হইবে।

(৪) চলমান বিচারিক কার্যধারার অংশ নয় এমন কোন বিষয়ে কোন বিচারক বা আদালত কর্তৃক বা উহার পক্ষে উহার প্রশাসনিক বা অন্য কোন ক্ষমতায়, প্রদত্ত কোন আদেশ, নির্দেশ, মতামত বা অভিমত এর লংঘন বা ব্যত্যয়ে কৃত কোন কার্য আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইবে না।

(৫) এই অধ্যাদেশে অনুমোদিত হয় নাই বা নিষিদ্ধ হইয়াছে বিচারকের এইরূপ কোন কার্য দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত বা সংক্ষুব্ধ কোন ব্যক্তি প্রতিকার দাবী করিয়া উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের নিকট লিখিত নালিশ দায়ের বা আবেদন পেশ করিলে উহা আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইবে না।

৪। বিচারিক কার্যধারা সম্পর্কে তথ্য বা প্রতিবেদন প্রকাশ।—নিম্নবর্ণিত ক্ষেত্রে কোন আদালতের চলমান বিচারিক কার্যধারা সম্পর্কে তথ্য বা প্রতিবেদন প্রকাশ করিলে উহা আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইবে, যথাঃ—

- (ক) যেক্ষেত্রে কোন আদালত জনশৃঙ্খলা (public order) বা রাষ্ট্রের নিরাপত্তার স্বার্থ-সংশ্লিষ্ট বিষয়ে রুদ্ধদ্বার কক্ষে আসন গ্রহণ করে, সেক্ষেত্রে যদি উক্ত আদালতের কার্যধারা বিষয়ক তথ্যাবলী প্রকাশ করা হয়;

(খ) যেক্ষেত্রে কোন তথ্য কোন গোপন কার্য, আবিষ্কার বা উদ্ভাবন সম্পর্কিত কোন বিচারিক কার্যধারার বিচার্য বিষয় হওয়া সত্ত্বেও প্রকাশ করা হয়।

৫। হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ার।—(১) উপ-ধারা (২) এর বিধান সাপেক্ষে, কোন অধঃস্তন আদালতের অবমাননা সংক্রান্ত কোন অভিযোগের বিচার ও শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা হাইকোর্ট বিভাগের থাকিবে।

(২) Penal Code, 1860 (XLV of 1860)-এর অধীন শাস্তিযোগ্য আদালত অবমাননা কোন অধঃস্তন আদালত কর্তৃক বিচার্য হইলে হাইকোর্ট বিভাগ উক্ত আদালত অবমাননা বিচারার্থ আমলে গ্রহণ করিবে না।

৬। আদালত অবমাননা বিচারার্থ গ্রহণ।—(১) হাইকোর্ট বিভাগ নিম্নবর্ণিত মতে আদালত অবমাননা বিচারার্থ গ্রহণ করিতে পারিবে, যথাঃ—

(ক) স্বীয় উদ্যোগে;

(খ) সংশ্লিষ্ট আদালত হইতে প্রেরিত নালিশের প্রেক্ষিতে; অথবা

(গ) আদালত অবমাননার সহিত সংশ্লিষ্ট কোন ব্যক্তি কিংবা কোন পক্ষের আবেদনের প্রেক্ষিতে।

(২) কোন আইনের অধীন আদালতের কোন আদেশ, রায় বা ডিক্রি কার্যকর করিবার বিষয়ে আদালতের ক্ষমতাকে এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী ক্ষুণ্ণ করিবে না, বরং ইহা উক্ত ক্ষমতার অতিরিক্ত হইবে।

৭। মামলা দায়ের ও নিষ্পত্তির সময়সীমা।—(১) আদালত অবমাননার কারণ উদ্ভব হইবার তারিখ হইতে তিন মাস অতিক্রান্ত হইবার পর আদালত অবমাননা সম্পর্কিত কোন অভিযোগ বা মামলা দায়ের করা যাইবে না।

(২) কাহারো বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার কার্যধারা রুজু বা সূচিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে উহা নিষ্পত্তি করিতে হইবে এবং ছয় মাস উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথেই অনুরূপ কার্যধারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে; এবং বাতিল হইয়া যাওয়া অনুরূপ কার্যধারায় আদালত কোন আদেশ প্রদান করিবে না এবং কোন আদেশ প্রদান করিলে উহা অকার্যকর হইবে।

৮। কার্যধারা গ্রহণের পদ্ধতি।—(১) কারণ দর্শানোর নোটিশ জারীর মাধ্যমে আদালত অবমাননা সংক্রান্ত মামলার কার্যধারা সূচনা করিতে হইবে এবং যে অভিযোগের উপর ভিত্তি করিয়া আদালত অবমাননার কার্যধারা সূচিত হইবে, উহার অনুলিপি বা বিবরণ নোটিশের সহিত অভিযুক্ত আদালত অবমাননাকারীর নিকট প্রেরণ করিতে হইবে।

(২) আদালত কর্তৃক নির্দেশিত হইয়া অভিযুক্ত আদালত অবমাননাকারী ব্যক্তিগতভাবে অথবা আইনজীবীর মাধ্যমে আদালতে হাজির হইবার পর তাকে প্রাথমিক শুনানীর সুযোগ প্রদান করিয়া, যদি আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে, মামলায় অধিকতর শুনানী গ্রহণ করা প্রয়োজন, তাহা হইলে আদালত অভিযোগ গঠনের তারিখ নির্ধারণ করিবে এবং নির্ধারিত উক্ত তারিখে হলফনামা গ্রহণের ভিত্তিতে অথবা সাক্ষ্য লিপিবদ্ধপূর্বক উহা নিষ্পত্তি করিবে অথবা নিষ্পত্তির জন্য পরবর্তী অন্য কোন তারিখ নির্ধারণ করিবে।

৯। সুপ্রীম কোর্টে সংঘটিত আদালত অবমাননার ক্ষেত্রে কার্যপদ্ধতি।—(১) যেক্ষেত্রে আপীল বিভাগ বা হাইকোর্ট বিভাগের নিকট প্রতীয়মান হয় বা উহার নিকট অভিযোগ করা হয় যে, কোন ব্যক্তি আদালত কক্ষে কোন মামলার শুনানীকালে আদালত অবমাননা করিয়াছে, সেক্ষেত্রে উক্ত আদালত সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে আটক করিতে পারিবে, এবং আদালতের উক্ত দিনের বৈঠক শেষ হইবার পূর্বে বা যত শীঘ্র সম্ভব তৎপরবর্তীতে—

- (ক) আদালত অবমাননার যে অভিযোগে তাহাকে অভিযুক্ত করা হইয়াছে তাহা লিখিতভাবে তাহাকে জানাইবে;
- (খ) তাহাকে আত্মপক্ষ সমর্থনের সুযোগ প্রদান করিবে;
- (গ) অভিযুক্ত ব্যক্তির উপস্থিতিতে অভিযোগের সমর্থনে সাক্ষ্য গ্রহণ করিবে এবং তাহাকে শুনানী ও সাক্ষ্যদানের সুযোগ প্রদান করিয়া আদালত অবমাননার অভিযোগের বিষয় নির্ধারণ করিবে; এবং
- (ঘ) উক্ত ব্যক্তিকে, যথাযথ শাস্তির আদেশ প্রদান করিবে অথবা অভিযোগ হইতে অব্যাহতির আদেশ দিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উক্ত উপ-ধারার অধীন আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত ব্যক্তি যদি, যে বিচারক বা বিচারকগণের সম্মুখে বা শুনানীকালে উক্ত আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হইয়াছেন তাহারা ব্যতীত, অন্য কোন বিচারক কর্তৃক বিচার কার্য পরিচালনার জন্য মৌখিক বা লিখিতভাবে আবেদন করেন, সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আদালতের নিকট যদি উক্ত আবেদন যথাযথ বলিয়া প্রতীয়মান হয়, তাহা হইলে উক্ত আদালত ঘটনার প্রকৃত বিবরণসহ সামগ্রিক বিষয়টি বিবেচনা এবং যথোপযুক্ত আদেশ প্রদানের জন্য প্রধান বিচারপতির নিকট লিখিত বিবৃতি আকারে উপস্থাপন করিবে।

(৩) অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, উপ-ধারা (১) এর অধীন আদালত অবমাননার জন্য অভিযুক্ত ব্যক্তির বিচার চলাকালে, উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রদত্ত নির্দেশনা অনুসারে, যে বিচারক বা বিচারকগণের সম্মুখে অপরাধ সংঘটিত হইয়াছে উক্ত বিচারক বা বিচারকগণ ব্যতীত, অন্য কোন বিচারকের আদালতে শুনানী অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে উপ-ধারা (২) এর অধীন প্রধান বিচারপতির নিকট প্রদত্ত বিবৃতি সাক্ষ্য হিসাবে গণ্য হইবে এবং উক্ত বিচারকের ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হইবার প্রয়োজন হইবে না।

১০। কতিপয় ক্ষেত্রে আদালত অবমাননার অভিযোগ দায়ের ও নিষ্পত্তি সম্পর্কিত বিশেষ বিধান।—(১) প্রজাতন্ত্রের কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কার্য বা দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উত্থাপিত বা কার্যধারা রুজু করা হইলে, আদালত সরাসরি প্রথমেই তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হইতে নির্দেশ প্রদান না করিয়া আইনজীবীর মাধ্যমে তাহাকে উপস্থিতি ও বক্তব্য প্রদানের সুযোগ প্রদান করিবে; এবং কার্যধারার পরবর্তী কোন পর্যায়ে যদি আদালত মনে করে যে, ন্যায় বিচারের স্বার্থে অভিযুক্ত আদালত অবমাননাকারীর বক্তব্য সরাসরি শ্রবণ ও লিপিবদ্ধ করা আবশ্যিক, তাহা হইলে আদালত তাহাকে ব্যক্তিগতভাবে আদালতে হাজির হইয়া বক্তব্য প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এর বিধান সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি যদি আইনজীবী নিয়োগ না করিয়া স্বেচ্ছায় ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হইয়া বক্তব্য প্রদান করিতে বা মামলা পরিচালনা করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে আদালত তাহাকে অনুরূপ সুযোগ প্রদান করিবে।

(৩) প্রজাতন্ত্রের কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কার্য বা দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উত্থাপিত বা কার্যধারা রুজু করা হইলে, উক্ত ব্যক্তি সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিয়া সরকারী আইনজীবীর মাধ্যমে মামলা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৪) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সত্ত্বেও প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ খরচে ব্যক্তিগতভাবে আইনজীবী নিয়োগ করিয়া মামলা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

(৫) প্রজাতন্ত্রের কর্মে কোন পদে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কার্য বা দায়িত্ব পালন সংশ্লেষে ব্যক্তিগতভাবে আদালত অবমাননার মামলায় জড়িত থাকা অবস্থায় প্রজাতন্ত্রের কর্ম হইতে বরখাস্ত, অপসারিত, অবসরপ্রাপ্ত বা অন্য কোনভাবে প্রজাতন্ত্রের কর্মে তাহার স্থায়ীভাবে কর্মাবসান হইলে, তাহার বিরুদ্ধে আদালতে অবমাননার চলমান আইনগত কার্যধারা স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল (abate) হইবে এবং উক্ত ব্যক্তি আদালত অবমাননার দায় হইতে অব্যাহতি প্রাপ্ত গণ্য হইবেন।

(৬) উপ-ধারা (৫) এ বর্ণিত পদে পরবর্তীতে স্থলাভিষিক্ত কোন ব্যক্তিকে (successor-in-office) পুনরায় কারণ দর্শানোর সুযোগ প্রদান না করিয়া তাহার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার অভিযোগ উত্থাপন বা কার্যধারা রুজু করা যাইবে না বা পূর্বসূরীর (predecessor-in-office) বিরুদ্ধে চলমান আদালত অবমাননার কার্যধারা বা দায় সরাসরি আরোপ করা যাইবে না।

(৭) প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি প্রজাতন্ত্রের কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কার্য বা দায়িত্ব পালন সংশ্লেষে আদালত অবমাননার অভিযোগে অভিযুক্ত হইলে, আদালতের নিকট যদি এই মর্মে বিশ্বাস করিবার যুক্তিসঙ্গত কারণ থাকে অথবা উক্ত ব্যক্তি যদি প্রমাণ করিতে পারেন যে, জনস্বার্থে তাহাকে উক্ত কার্য বা দায়িত্ব পালন করিতে হইয়াছে এবং উহাতে তাহার কোনরূপ ব্যক্তিগত স্বার্থ ছিলনা, তাহা হইলে আদালত নিজ উদ্যোগে অথবা উক্ত ব্যক্তির আবেদনের প্রেক্ষিতে তাহাকে আদালত অবমাননার অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১১। দণ্ড মার্জনা, মওকুফ, হ্রাস বা স্থগিত করিবার ক্ষমতা, ইত্যাদি।—প্রজাতন্ত্রের কর্মের সহিত সংশ্লিষ্ট কোন কার্য বা দায়িত্ব পালন সম্পর্কিত কোন বিষয়ে প্রজাতন্ত্রের কর্মে নিয়োজিত কোন ব্যক্তি আদালত অবমাননার দায়ে দণ্ডিত হইলে, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৪৯ অনুচ্ছেদে রাষ্ট্রপতির এবং Code of Criminal Procedure, 1898 এর ধারা ৪০১ এ সরকারের ক্ষমতার অতিরিক্ত এই ধারায়, এতদ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, সরকার ন্যায় সংগত মনে করিলে, উক্ত দণ্ড মার্জনা, মওকুফ, হ্রাস বা স্থগিত করিতে পারিবে।

১২। বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক আদালত অবমাননা।—(১) কোন ব্যক্তি কর্তৃক কৃত কোন কার্য, যাহা এই অধ্যাদেশের অধীন আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইয়া থাকিবে, অনুরূপ কোন কার্য বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনকালীন সময় কোন বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট কর্তৃক তাহার আদালত বা অন্য কোন আদালত বা অন্য কোন আদালতের বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে কৃত হইয়া থাকিলে উক্ত বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেটও আদালত অবমাননার জন্য দায়ী হইবেন।

(২) উপ-ধারা (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন উচ্চ আদালতের বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনের অংশ হিসাবে যদি তাহার অধঃস্তন বা নিম্নতর কোন আদালতের বিচারক বা ম্যাজিস্ট্রেট সম্পর্কে এমন কোন মন্তব্য করেন, যাহা এই অধ্যাদেশের অধীন আদালত অবমাননা হইতে পারিত, তাহা আদালত অবমাননা হিসাবে গণ্য হইবে না।

১৩। অপরাধ ও দণ্ড।—কোন ব্যক্তি এই অধ্যাদেশের ধারা ২(গ) এর অধীন আদালত অবমাননা করিলে তিনি অনূর্ধ্ব ছয় মাস বিনাশ্রম কারাদণ্ড, অথবা অনধিক দুই হাজার টাকা অর্থদণ্ড, অথবা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

১৪। আদালত অবমাননার পরিধি বিস্তৃত না হওয়া।—এই অধ্যাদেশের অধীন শাস্তিযোগ্য নহে এইরূপ কোন লংঘন, প্রকাশনা বা অন্য কোন কার্য এই অধ্যাদেশের পরিধিভুক্ত গণ্যে আদালত অবমাননার দায়ে শাস্তিযোগ্য হইবে না।

১৫। ক্ষমা প্রার্থনা ও অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান।—আদালত অবমাননা সম্পর্কিত চলমান কার্যধারার যে কোন পর্যায়ে অভিযুক্ত আদালত অবমাননাকারী আদালতের নিকট নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, উক্ত অভিযুক্ত আদালত অবমাননাকারী নিঃশর্তভাবে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইলে আদালত উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট অভিযোগ হইতে অব্যাহতি প্রদান করিতে পারিবে।

১৬। আপীল।—(১) এই অধ্যাদেশের অধীন আদালত অবমাননার মামলায় হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে আপীল বিভাগে আপীল করা যাইবে।

(২) আপীল বিভাগ সংশ্লিষ্ট আপীল নিষ্পন্ন না হওয়া পর্যন্ত তর্কিত আদেশের কার্যকারিতা স্থগিত রাখিতে পারিবে।

১৭। আপীল দায়েরের সময়সীমা।—এই অধ্যাদেশের অধীন হাইকোর্ট বিভাগ কর্তৃক প্রদত্ত কোন আদেশের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি আদেশ প্রদানের তারিখ হইতে ষাট দিনের মধ্যে আপীল দায়ের করিতে পারিবে।

১৮। আপীল পর্যায়ে দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস।—আদালত অবমাননার অভিযোগে দোষী সাব্যস্ত হইয়া দণ্ডিত হইবার পর কোন ব্যক্তি তাহার কর্তৃক দায়েরকৃত আপীলে নিঃশর্ত ক্ষমা প্রার্থনা করিলে এবং আদালত যদি এই মর্মে সন্তুষ্ট হয় যে, তিনি অন্ততঃ হইয়া আন্তরিকভাবে উক্তরূপ ক্ষমা প্রার্থনা করিয়াছেন, তাহা হইলে আদালত তাহাকে ক্ষমা করিয়া তাহার উপর আরোপিত দণ্ড মওকুফ বা হ্রাস করিতে পারিবে।

১৯। আদালত অবমাননার কতিপয় ক্ষেত্রে দণ্ডারোপ নিষিদ্ধ।—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী বা আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোন ব্যক্তিকে এই অধ্যাদেশের অধীন আদালত অবমাননার জন্য দণ্ডারোপ করা যাইবে না, যদি তিনি প্রমাণ করিতে পারেন যে, উক্ত আদালত অবমাননার দ্বারা ন্যায় বিচারের স্বাভাবিক গতিধারায় বাস্তবিক অর্থে কোন হস্তক্ষেপ করা হয় নাই।

২০। এই অধ্যাদেশের বিধানাবলীর অতিরিক্ততা।—এই অধ্যাদেশের বিধানাবলী আদালত অবমাননা সম্পর্কিত অন্য কোন আইনের কোন বিধানের ব্যত্যয়ে না হইয়া উহার অতিরিক্ত হইবে।

২১। কোম্পানী কর্তৃক অপরাধ সংঘটন।—(১) কোন কোম্পানী কর্তৃক যদি আদালত অবমাননার অপরাধ সংঘটিত হইয়া থাকে, তাহা হইলে উক্ত কোম্পানীর সহিত সংশ্লিষ্ট যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণ দ্বারা উক্ত অপরাধটি সংঘটিত হইয়া থাকিবে কেবল তিনি বা তাহারাই উক্ত অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবেন।

(২) ব্যাখ্যা : এই ধারায়—

(ক) “কোম্পানী” বলিতে কোন সংবিধিবদ্ধ সরকারী কর্তৃপক্ষ, নিবন্ধিত কোম্পানী, অংশীদারী কারবার, বাণিজ্য প্রতিষ্ঠান, সংঘ, সমিতি বা সংগঠনকে বুঝাইবে;

(খ) বাণিজ্য প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে “পরিচালক” বলিতে কোন অংশীদার বা পরিচালনা বোর্ডের সদস্যকেও বুঝাইবে।

২২। সুপ্রীম কোর্টের অবমাননা সম্পর্কিত ক্ষমতার এই অধ্যাদেশ-সাপেক্ষতা।—সুপ্রীম কোর্টের অবমাননার জন্য কোর্ট অব রেকর্ড হিসাবে উহার তদন্তের আদেশদান বা দণ্ডদেশদানের ক্ষমতাসহ অন্যান্য ক্ষমতা এই অধ্যাদেশ-সাপেক্ষ হইবে।

২৩। অস্থায়ী ও ত্রাণিকালীন বিধান।—নিষ্পন্বাধীন আদালত অবমাননার সকল কার্যধারা বা মামলাসমূহ, এই অধ্যাদেশ কার্যকর হইবার দুই মাসের মধ্যে কিংবা ঐ সকল কার্যধারা বা মামলাসমূহ রুজু বা সূচিত হইবার ছয় মাসের মধ্যে, যাহা পরে হয়, নিষ্পত্তি করিতে হইবে, এবং উক্ত সময়সীমা উত্তীর্ণ হইবার সাথে সাথেই অনুরূপ সকল কার্যধারা বা মামলাসমূহ স্বয়ংক্রিয়ভাবে বাতিল হইয়া যাইবে; এবং বাতিল হইয়া যাওয়া অনুরূপ কার্যধারা বা মামলায় আদালত কোন আদেশ প্রদান করিবে না এবং কোন আদেশ প্রদান করিলে উহা অকার্যকর হইবে।

২৪। বিধি প্রণয়ন।—এই অধ্যাদেশের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

২৫। রহিতকরণ ও হেফাজত।—(১) The Contempt of Courts Act, 1926 (Act No. XII of 1926) এতদ্বারা রহিত করা হইল।

(২) উক্তরূপ রহিত সত্ত্বেও উহার অধীন দায়েরকৃত কোন অভিযোগ কিংবা মামলা বা কোন কার্যধারা অনিষ্পন্ন থাকিলে উক্ত অনিষ্পন্ন অংশ, ধারা ২৩ এর বিধান সাপেক্ষে, এই অধ্যাদেশের সংশ্লিষ্ট বিধানবলী অনুসারে এইরূপে নিষ্পন্ন করা হইবে যেন উক্ত অভিযোগ, মামলা বা কার্যধারা এই অধ্যাদেশের অধীনেই দায়ের করা হইয়াছিল।

তারিখ : ০৭-০২-১৪১৫ বঙ্গাব্দ
২১-০৫-২০০৮ খ্রিস্টাব্দ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহমেদ
রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ।

কাজী হাবিবুল আউয়াল
ভারপ্রাপ্ত সচিব।

এ, কে, এম রফিকুল ইসলাম (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ সরকারি মুদ্রণালয়, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আখতার হোসেন (উপ-সচিব), উপ-নিয়ন্ত্রক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত।